ময়মনসিংহ জেলা জাজ্‌শীপে মামলার জট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রতিবেদন

বিভিন্ন সুত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ময়মনসিংহ জাজ্‌শীপে মামলা জট (Backlog) হ্রাস করার ব্যাপারে দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ৫৬ হাজারেরও অধিক সংখ্যক মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু আইন কমিশন বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রকট মামলা জট নিয়ে কাজ করছে, সে কারণে কমিশন ময়মনসিংহ জাজ্‌শীপে গমন করে বিষয়টি সরজমিনে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইলক্ষ্যে গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যগণ এবং কমিশনের কর্মকর্তাসহ ময়মনসিংহ গমন করা হয়। পরদিন ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পৌনে দশটায় জেলা জাজ্‌শীপের কনফারেন্স রুমে জেলা ও দায়রা জজ এবং জাজ্‌শীপের সকল বিচারকগণের সাথে মিলিত হই। প্রথমে জাজ্‌শীপের পক্ষ থেকে মামলা নিস্পত্তির বিষয়টি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হয়। পরে বিভিন্ন আদালতের স্যুট রেজিষ্টার, নথি এবং সংশিগুষ্ট অপরাপর কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া মামলাজট এবং তা হ্রাস করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সরাসরি জেলা ও দায়রা জজ এবং অন্যান্য বিচারকের বিস্তারিত বক্তব্য শ্রবণ করা হয়।

উলেগুখ্য যে, মামলার দীর্ঘসুত্রিতার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় রয়েছে। ময়মনসিংহ জাজ্‌শীপের প্রেক্ষাপটে উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা এবং গৃহীত সমাধান সম্বন্ধে এক এক করে আলোচনা করা হচ্ছে।

১। মামলার সমন/নোটিশ জারীঃ

মামলা দায়ের করার পর প্রথম সমস্যা হলো মামলার সমন/নোটিশ বিবাদীগণের প্রতি যথারীতি জারী করা। আপাতদৃষ্টিতে এটি সহজ মনে হলেও কার্যক্ষেত্রে এটি মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করে এবং মামলার সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

দেওয়ানি কার্যবিধি অনুসারে আদালতের জারীকারকের মাধ্যমে সরাসরি বিবাদীদের প্রতি সমন জারী করাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। এই পদক্ষেপের সাথে রয়েছে পোষ্ট অফিসের মারফত জারী করা বা খবরের কাগজের মারফত নোটিশ জারী করা। সর্বশেষ মাধ্যম হলো দেওয়ানি কার্যবিধির অর্ডার ঠ রুল ঢঢ এর আওতায় বিকল্প জারী। এতসব বিধান থাকা সত্ত্বেও প্রায়শই দেখা যায় যে, মামলার ডিক্রী হয়ে যাওয়ার পর জারী মামলা চলাকালীন সময়ে বিবাদী উপস্থিত হয়ে দাবী করে যে তিনি মামলা বা ডিক্রী সম্পর্কে অবহিত নন। বিবাদীর একটি খুব সাধারণ নিবেদন থাকে যে তিনি মামলার সমন বা নোটিশ আদৌ প্রাপ্ত হন নাই। বিবাদীর এই দাবী দেখা যায় যে প্রায়ই গ্রহণযোগ্য হয় এবং ফলশ্রুতিতে এ যাবতকাল পর্যন্ত গৃহীত সকল পদক্ষেপ বিফলেই যায়। আবার মামলা প্রথম থেকে শুনানী শুরু হয়। এটি মামলার দীর্ঘসুত্রতার অন্যতম প্রধান কারণ।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য পদ্ধতি ব্যতিরেকে যদিও জারীকারক মারফত বিবাদীর নিকট নোটিশ জারী করাই সর্বোত্তম পদ্ধতি। কিন্তু দুঃখজনক এই যে বিভিন্ন কারণে জারীকারক মাধ্যমে সমন জারী করা প্রায়শই দুরূহ বা কষ্টকর হয়ে পড়ে। যেমন-

(ক) জারীকারককে বিভিন্ন স্থানে গমন করে জারী করার কোন প্রকৃত ভ্রমণ খরচ প্রদান করা হয় না। তাদেরকে ১০০ বছরের পুরোনো হারে বা এইরূপ যৎসামান্য খরচ প্রদান করা হয় বিধায় জারীকারকগণ পায়ে হেঁটে কিংবা নিজ খরচায় বিবাদীর ঠিকানায় খুঁজে বের করে নোটিশ জারী করতে তাগিদ বোধ করেন না।

(খ) জারীকারকগণের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব।

(গ) জারীকারকদের স্বল্পতা।

ময়মনসিংহ জাজ্‌শীপে উপর্যুক্ত একই রকম সমস্যা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, জেলা জজ প্রথমে জারীকারকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং তারপর একটি প্রশাসনিক আদেশের মারফত নেজারত শাখার দায়িত্বে থাকা বিচারককে সকাল ও বিকালে আধা ঘন্টা করে মোট এক ঘন্টা নেজারত শাখায় অবস্থান করে জারীকারকের দায়িত্ব বন্টন ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জারী কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে ময়মনসিংহ জজশীপে জারীকারকগণের মাধ্যমে সমন জারী হালনাগাদ করা সম্ভব হয়েছে। শুধু জেলাজজ এর বক্তব্যই নয় আদালতের বিভিন্ন নথি দ্বৈবচয়নের (at random basis) এর মাধ্যমে পর্যালোচনা করে বিভিন্ন মামলার সমন জারী যথা সময়ে হয়েছে বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। প্রতিটি সমনই ফেরতের জন্য ধার্য তারিখের পুর্বে জারীঅন্তে প্রতিবেদনসহ নথিতে সামিল দেখা যায়।

প্রতীয়মান হয় যে, সমন জারীর ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ও সংশিগুষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, উদ্বুদ্ধ ও মনোযোগী করে এইরূপ জারী হালনাগাদ করা সম্ভব হয়েছে। এটি সংশিগুষ্ট সকলের জন্য একটি বড় কৃতিত্ব।

২। মামলা নিষ্পত্তিঃ

অন্য যে কোন জেলার মত ময়মনসিংহ জেলাতেও বহু অনিষ্পত্তিকৃত মামলার জট প্রকট আকার ধারণ করেছিল। এমনকি ১৯৬৮ সনের ৪৭ বছরের পুরানো একটি মামলাসহ ২০/৩০ বছরের পুরানো বহু সংখ্যক মামলা চলমান ছিল। এমতাবস্থায়, জেলাজজ ২০০৫ সালের পুর্বের সকল মামলা জরুরী ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রথমত, তিনি ২০০৫ সাল পর্যন্ত সকল আদালতে দায়েরকৃত সকল বিচারাধীন দেওয়ানি মামলা তালিকাভুক্ত করেন। প্রথমেই ৪৭ বছরের পুরানো মামলাসহ ৩৬৩টি অতি পুরানো মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই পদক্ষেপ নিতে তিনি ময়মনসিংহ জেলা বার এসোসিয়েশনের বিজ্ঞ আইনজীবীদের সহায়তা কামনা করেন। তিনি তাঁদেরকে বোঝাতে সক্ষম হন যে এতগুলো অতি পুরাতন অনিষ্পত্তিকৃত মামলা বিদ্যমান আইনজীবী বা জাজ্‌শীপ কারোই সম্মান ও credibility বৃদ্ধি করে না; বরঞ্চ ঐ মামলাগুলো নিষ্পত্তি হলে জনসাধারণ উপকৃত হবে এবং উভয় পক্ষেরই সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তিনি সহকর্মী বিচারকগণকেও এই বিষয়ে পড়হারহপব ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। অতঃপর জাজ্‌শীপের বিভিন্ন বিচারকগণ ও আইনজীবীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রায় সকল

মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রচেষ্টা সফল হবার পেছনে জেলা জজ নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেনঃ

(ক) ২০০৫ সাল পর্যন্ত পুরাতন মামলার একটি তালিকা করা হয়।

(খ) উক্ত মামলাগুলো যে সকল আদালতে বিচারাধীন ছিল সে সকল আদালতের বিচারকগণের সাথে মামলাগুলি কিভাবে দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব তার খুঁটিনাটি সমস্যা ও সমাধান নিয়ে জেলা জজ আলোচনার মাধ্যমে সফলভাবে সমস্যা সমাধান করেন।

(গ) সংশিগুষ্ট আদালতের বিচারকগণ প্রতিটি বিচারাধীন মামলার উভয়পক্ষের আইনজীবীদের সংগে সরাসরি আলাপ করেন এবং অন্তত তালিকাভুক্ত পুরাতন মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তাদেরকে প্রস্তুতি নেবার জন্য অনুরোধ জানান। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সরাসরি এইরূপ অনুরোধ জানানোতে ও মামলা নিষ্পত্তিতে বিচারকগণের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকায় সংশিগুষ্ট আইনজীবীগণও উৎসাহবোধ করেন। তাঁরা মামলাগুলি নিষ্পত্তিতে সর্বাত্মক সহযোগীতা করেন, যেমন- তাদের নিজ নিজ মক্কেলের সাথে যোগাযোগ, সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ এবং ব্যক্তিগত প্রস্তুতি নেন। উলেগুখ্য যে, বিচারকগণ আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা সভায় পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেন যে, অন্তত তালিকাভুক্ত পুরাতন মোকদ্দমাগুলোতে কোনরূপ মুলতবী প্রদান করা হবে না।

(ঘ) সংশিগুষ্ট পুরাতন মামলাগুলো বেশিরভাগে ক্ষেত্রেই কোনরূপ মুলতবী ব্যতিরেকে অব্যাহতভাবে সাক্ষী গ্রহণ ও শুনানী করা হয়।

(ঙ) শুনানী সমাপনান্থে নির্ধারিত সময়ে রায় প্রদান করা হয়।

এভাবে উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করায় নতুন মামলাসহ সকল মামলায় সমন জারী সমাপান্থে মামলা শুনানীর জন্য দ্রুত প্রস্তুত হয় এবং বিশেষ করে পুরাতন মামলাগুলি বিগত ৩ বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় যাহা ২০-৩০ বছর বা তারও অধিক সময় পর্যন্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় পড়ে ছিল।

বিচারক স্বল্পতা সত্ত্বেও এইভাবে গত ৩ বছরের মধ্যে তারা বিভিন্ন প্রকার মোট ৫৬,৮২৫ টি মামলা নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা সংশিগুষ্ট জেলা ও দায়রা জজ ও তার ২৩ জন সহকর্মীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল।

আমরা মনে করি, উপরে বর্ণিত প্রচেষ্টা জুডিসিয়াল সার্ভিসে অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক বিচারক থাকা সত্ত্বেও সম্পুর্ণ না হলেও উলেগুখযোগ্য পরিমান মামলা নিষ্পত্তি করে মামলার জট অন্তত সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব।

৩। নকল সরবরাহঃ

রায় এবং আদালতের বিভিন্ন আদেশের সহি মোহরকৃত নকল পক্ষগণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই সহি মোহরকৃত নকল পাওয়া অনেক সময় খুবই জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। কারণ হয়ত কোন পক্ষ আদালতের রায়/আদেশে বিক্ষুব্ধ হয়ে উচ্চ আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে কিংবা জামিনের আবেদন নাকচ হলে সেশন আদালত বা হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন দায়ের করার জন্য জরুরীী ভিত্তিতে প্রয়োজন হয়। অথচ প্রায়শইঃ দেখা যায় যে সহি মোহরকৃত নকল পেতে পক্ষগণের নাভিশ্বাস উঠে যায়। এর কারণ হতে পারে, যথা-

(১) নকলকারীর অপ্রতুলতা,

(২) টাইপ মেশিন/কম্পিউটারের অপ্রতুলতা,

(৩) দুর্নীতি।

প্রতীয়মান হয় যে, ময়মনসিংহ জাজ্‌শীপেও পুর্বে অন্যান্য জাজ্‌শীপের ন্যায় সমস্যা অসহনীয় পর্যায়ে ছিল। কিন্তু বর্তমান জেলা জজ, নকলখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারককে সকালে-বিকালে আধা ঘন্টা করে নকল খানায় ব্যক্তিগতভাবে অবস্থান করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। এতে করে সংশিগুষ্ট বিচারকের পক্ষে কার্যকর তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয়। নকল প্রস্তুত হওয়া মাত্র নোটিশ বোর্ডে নকল প্রস্তুত হবার বিষয়টি জানানো হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কোন্ নকল কখন প্রস্তুত হচ্ছে এবং না হলে কেন প্রস্তুত হচ্ছে না সংশিগুষ্ট ভারপ্রাপ্ত বিচারক অবহিত হন এবং সে ব্যাপারে ত্বরিত পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় এবং নকল প্রদানে দীর্ঘসুত্রতা দুর হয়। ১৩/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয় যে ১১/৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নকলের কোন দরখাস্ত অনিস্পন্ন নেই। এটি নিঃসন্দেহে ময়মনসিংহ জাজ্‌শীপের একটি বিশাল সাফল্য।

তাছাড়া ময়মনসিংহ জেলা জজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ময়মনসিংহ জেলা জাজ্‌শীপের মহাফেজখানার আধুনিকীকরণ করা হয়। মহাফেজখানার সকল রেজিষ্টার, ক্যাটালগ, সি.এস. খতিয়ান বই, ইনডেক্সসহ সুন্দর করে বাঁধাই অবস্থায় র‍্যাকে পরিপাটি ভাবে সাজনো রয়েছে। যার ফলে মহাফেজখানা হতে কোন নথি তলব দেয়া হলে সংশিগুষ্ট আদালতে তাৎক্ষণিকভাবে তলবকৃত নথি বা রেজিষ্টার পাঠানো সম্ভব হয়।

ময়মনসিংহ জাজ্‌শীপে উপস্থিত থাকাকালে ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির ১০ জন প্রবীণ আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা প্রত্যেকেই উপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আমাদেরকে জানান যে জনাব নুরুল হুদা জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের গৃহীত পদক্ষেপে তারা যথাযথ সহায়তা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে ময়মনসিংহ জাজ্‌শীপে মামলা জট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ মামলার জট নিরসনে অত্যন্ত ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে নিম্নলিখিত কারণগুলো পরিলক্ষিত হয়ঃ

১। জেলা ও দায়রা জজের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব (leadership)।

২। জাজ্‌শীপের অন্য সকল বিচারকগণের সক্রিয় সহযোগিতা।

৩। জেলা আইনজীবী সমিতির বিজ্ঞ সদস্যগণের সহযোগিতা।

৪। আদালতের সকল কর্মচারী/কর্মকর্তাগণের আন্তরিক সহযোগিতা।

৫। Civil Rules and Orders Ges Criminal Rules and Orders এর সংশিণ্ডষ্ট বিধিসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

৬। নিবিড় পর্যবেক্ষন, নিরীক্ষণ (monitoring) ও তত্ত্বাবধান।

৪। স্থগিতাদেশঃ

ময়মনসিংহ জাজ্‌শীপের বিভিন্ন নথি পরীক্ষার সময় প্রতীয়মান হয় যে, একটি উলেণ্ডখযোগ্য সংখ্যক দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকাদ্দমা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশের জন্য মামলার কার্যক্রম সুদীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলশ্রুতিতে ন্যায়বিচার প্রার্থীর অন্তত একপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা স্থগিত মামলার একটি তালিকা সংগ্রহ করলে দেখা যায় যে, স্থগিতাদেশের কারণে বিভিন্ন আদালতে দেওয়ানি ১৬৩, ফৌজদারি ৪৬, সর্বমোট ২০৯ সংখ্যক মামলার কার্যক্রম উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক স্থগিতাদেশ গত শতাব্দীর ৬০ এর দশক থেকে রয়েছে।

ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই হাইকোর্ট বিভাগ রুল ও স্থগিতাদেশ প্রদান করে কিন্তু নিষৎপত্তিতে যদি বিলম্ব ঘটে তা হলে ন্যায় বিচারই ব্যাহত হয়। এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টেরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ একান্তভাবে প্রয়োজন।

সামগ্রিক বিবেচনায় ময়মনসিংহ জাজ্‌শীপের মামলা ব্যবস্থাপনার চলমান প্রক্রিয়া উৎসাহব্যঞ্জক এবং সকল জেলার ক্ষেত্রে অনুসরণীয়।

(ড. এম. শাহ আলম)
সদস্য
আইন কমিশন

(বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

(বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন